কালিমা তায়্যিবাহ্

-এর ইতিকথা

কালিমা তায়্যিবাহ্

-এর ইতিকথা

লেখিকা: শামছুন্নাহার খন্দকার
সম্পাদনা: জাফর বিপি
শরয়ী সম্পাদনা: মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনা:
নিয়ন পাবলিকেশন
বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা),
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯২০-৪০৭৮১৫, ০১৮৪৩-৯৫৬১৫৬
ই-মেইল : neonpub.bd@gmail.com
ফেসবুক : www.fb.com/neonpub.bd

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রচ্ছদ : রওশন আরা তাবাসসুম
অঙ্গসজ্জা : ইব্রাহীম খলিল

অনলাইন পরিবেশক

আলিশান বাজার.কম । রকমারি.কম । ওয়াফিলাইফ.কম
নিয়ামাহ.কম । বইবাজার.কম । বুকস টাইম
এছাড়াও সকল অনলাইন বুকশপে বইটি পাওয়া যাবে।

শুভেচ্ছা মূল্য :	Book Price:
১৮০.০০ টাকা মাত্র	Tk. 180.00 US$ 10.00

ISBN: 978-984-34-9797-0

Book : Kalima-e Tayebah-er Itikotha, Written by Shamsunnahar Khondokar.

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে অনলাইনে আপলোড করা, ফটোকপি, মুদ্রণ, বই-ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে প্রকাশ করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার। যিনি আমাকে ও আমাদেরকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি এবং শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম রা. এর উপর–যারা ইসলামের জন্য নিজেদের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে অনেক সুযোগ থাকার পরেও সাধারণভাবে জীবন-যাপন করেছিলেন।

এমন এক সময়ের মধ্যে লিখতে বসতে হলো, পৃথিবীর এই করুণ অবস্থার কথা মনে হলেই বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। চোখের কোনায় নেমে আসে ঝরনার মতো অশ্রুর বারিধারা।

এরই মধ্যে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি আর কিছু না জানার লজ্জায় নিষ্পেষিত মন। বুকের মধ্যে ধুকপুকানি বেড়েই চলেছে অজানা শঙ্কায়। তবু লিখতে বসেছি। মনের কথাগুলো ঠিক কীভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখবো ভেবে পাচ্ছি না। লুকানো স্মৃতির এলবামে কিছু এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করছে যা খাতায় প্রকাশের সুযোগ হয়ে উঠছে না, শুধুই ভাবনার তাড়নায় ছুটাছুটি করছে এলোমেলো কথাগুলো...

সময়টা খুবই ভয়াবহ। পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর মিছিল। একদিকে মৃত লাশের বোঝা ভারী হচ্ছে অন্যদিকে মানুষ সহজেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা এটাও জানে না যে অন্যকে শুধু নামাজ পড়ে দেখালেই মুসলমান হওয়া যায় না। আজ আমাদের পুরো পৃথিবী জুড়েই অশান্তির ছড়াছড়ি। বিশৃঙ্খলার ছোবলে ধেয়ে গেছে পুরো বিশ্ব। মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের অভাব ইত্যাদি।

কুরআন, সুন্নাহ থেকে দূরে থাকার ফলই এর আসল কারণ। এই অবস্থায় ঈমান নিয়ে টিকে থাকা বেশ কঠিন। ঈমান নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাও ভয়ের কারণ!

লেখার শুরুটা নিজের প্রবল ইচ্ছাতে হলেও আমার আম্মু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ দিয়ে গেছেন। টুকিটাকি যে কাজ থাকে ব্যক্তি জীবনে আমার হয়ে আম্মুই সামলে নিয়েছেন। লেখা ছাড়া অন্যকিছুতে যাতে ব্যস্ত হয়ে না পড়ি সেটা তিনিই গুছিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে–এটা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই, যে লেখাটা লিখবে বলে মনস্থির করেছো সেটা শেষ করো আগে।

একাকী কেউ পথ চলতে পারে না। এর পেছনে কেউ না কেউ সঙ্গ দেয় বা সঙ্গী থাকেই। আর আমার এই দীর্ঘ চলার পথে অনুপ্রেরণার বাতি আমার আম্মু। যে অনুপ্রেরণার সাহায্যে সামনে চলতে সাহস পাই। এক নির্মল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে জাগে তারই খাঁটি ভালোবাসাতে।

অনেকে তো কোনো নেক কাজ শুরু করার আগেই আপনার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। কেউ বলবে না, যত ঝড় আসুক যেকোনো কাজ করতে চাও না কেনো–সব কাজে পাশে আছি, সরে যাবো না।

কেউ বলবে না–সামনে চলতে কোনো বিপদ-মুসিবত আসলে আসুক, আমরা তোর পাশে থাকবো। কেউ বলবে না–যা কিছুর প্রয়োজন হয় আমাদের বা আমাকে বলিস, কোনো কিছুর অভাব হবে না। বরং ভবিষ্যতের বাহানা দেখাবে–কোনো বিপদ এসে পড়বে তোর উপর। সুতরাং এখানেই থেমে থাকো। শুরুতেই তারা আপনার সামনে পথ চলাকে বাঁধা দিতে চাইবে, থামিয়ে দেওয়ার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে। উপরে উপরে মধুর বুলি আওড়াবে। আবার যখন দেখবেন আপনি সফল, তখন তারাই আপনার নাম দিয়ে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। একমাত্র 'মা' ছাড়া। এমনটাই পৃথিবী শুরু থেকে হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত।

আর তাদের এই ষড়যন্ত্র দেখে থমকে যাবেন না, আপনার আদর্শ-নীতিতে আপনি সামনে এগিয়ে চলুন, কোনো দুষ্ট লোকের ভয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে থামিয়ে রাখবেন না। আমাদের আকাবীররাই শিখিয়ে গেছেন, যত ঝড় আসে আসুক, আদর্শ নীতিতে অবিচল থাকতেই হবে। এই আদর্শে থাকার জন্য যত বাঁধা থাকুক না কেনো–এই নীতি থেকে চুল পরিমাণও সরে যাবেন না।

শত বাঁধা পেরিয়ে আপনি একদিন সাফল্যের সূর্যটাকে দেখতে পারবেন ইন-শা-আল্লাহ। একদিন দেখবেন সবাইকে আলোকিত করে রেখেছেন। মনে রাখবেন, ভয়কে জয় করতে না পারলে কোনোদিন নিজের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। সুতরাং ভয়কে জয় করতে শিখুন।

তবে হ্যাঁ, আপনি নেক উদ্দেশ্য বা যে কাজই করতে চান না কেনো, অবশ্যই দয়াময় আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা করেই সমস্ত কাজের শুরুটা করতে হবে, তাহলে আর কারো প্রয়োজন পড়বে না সাহায্য করার। কেউ আপনার সঙ্গ দিক বা না দিক, কেউ পাশে থাকুক বা না থাকুক, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই আপনার সঙ্গ দিবেন। পাশে পাবেন। সবধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন তিনিই। আর সব আশা-ভরসার জন্য আল্লাহ তা'য়ালাই যথেষ্ট হয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থটিতে অন্তরের গভীর থেকে নির্গত কিছু ভাবনা, ইঙ্গিত ও শব্দমালার সংযুক্তি করেছি। আর নির্ভুল লেখার চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থটি আমার মৌলিক লেখা হলেও বিভিন্ন অংশ কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য মুখের শ্রবণ/লেখা থেকে সংগ্রহ করেছি। আমার অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালা যতটুকু আবেগ-অনুভূতি ঢেলে দিয়েছেন এতে তাও সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি। এখানে অনেক লেখা আছে যেগুলোকে পূর্বে নোট হিসেবে নিয়েছিলাম তার কিছু অংশ নিজের মতো করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। যাতে আমার মতো অন্যরাও নিজের মতো করে বুঝতে সক্ষম হয়। আর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স উল্লেখ করার, যাতে পাঠক সহজে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

হে আল্লাহ! এই বইয়ের সাথে ঘরে-বাইরে সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনি কবুল করে নিন। সেই সাথে রহমতের বারিধারা দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখুন, সাথে আমাকেও।

আপনাদের সামনে উপস্থাপিত গ্রন্থটি আমার কাঁচা হাতের লেখা। কিছু না পারার লজ্জায় সংকোচ করা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর করেই এই জটিল কাজে হাত দিয়েছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমার সহায় হয়। এই কাঁচা হাতের লেখাতে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারো দৃষ্টিতে ভুল ধরা পড়লে অবগত করবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করে নিবো ইন-শা-আল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি আমার সহায় হয়ে যান, আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট, সব কল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে, আর ভুলগুলো আমার অযোগ্যতার কারণে আমার পক্ষ থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। আমার এই গ্রন্থটি উভয় জাহানের জন্য কল্যাণ সহিত কবুল করে নিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

শামছুন্নাহার খন্দকার
Shamsunnaharkhondokar@gmail.com
২৪-০৯-২০২০ খ্রি.

প্রকাশকের কথা

দিনদিন আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, বাড়ছে জীবনধারণের উপায়-উপকরণ সহ সবকিছু। শুধু স্থবির হয়ে আছে আমাদের ঈমান আর আমল। এই স্থবিরতা দীর্ঘায়িত হতে হতে আজ তা নিঃশেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

হবেই-বা না কেন! আমাদের মুসলিম ভাই-বোনের অনেক বড় একটা অংশ ঈমানের যে মূল ভিত্তি–কালিমা তায়্যিবাহ্, সেই কালিমা সম্পর্কেই আজ অজ্ঞ। কী এর অর্থ-উদ্দেশ্য-তাৎপর্য ও ইতিকথা এসবকিছু থেকে তাদের যোজন-যোজন দূরত্ব।

লেখিকা শামছুন্নাহার খন্দকার উম্মাহর ঈমানের এই বেহাল দশা কাটিয়ে তোলার প্রয়াস নিয়ে হৃদয়ের গহিন থেকে কিছু কথা উৎসর্গ করেছেন। সঙ্গত কারণেই নবীন হিসেবে লেখায় অপরিপক্কতার ছাপ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদক ও শারয়ী সম্পাদকের হাতের ছোয়ায় তা পূর্ণতা পেয়েছে।

মূলত বইটিতে লেখিকার অন্তর্নিহিত ভালোবাসাময় যে আবেগ ফুটে উঠেছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন করতেই নিয়ন পাবলিকেশনের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আশাকরি পাঠক বইটি থেকে 'কালিমা তায়্যিবাহ্' তথা ঈমান ও ঈমানের আনুসাঙ্গিক জরুরি বিষয়গুলো খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

আল্লাহ লেখিকা ও সম্পাদকমণ্ডলীর এই পরিশ্রম কবুল করুন। আমীন।

-নিয়ন পাবলিকেশন

সূচিপত্র

১) কালিমা তায়্যিবা'র শুরুর কথা ১৩

২) কালিমা তায়্যিবা'র নামকরণ ২২

৩) কালিমা তায়্যিবা'র ইতিহাস ২৪

৪) কালিমা তায়্যিবা'র সারমর্ম ২৯

৫) কালিমা তায়্যিবা'র অর্থ ৩১

৬) কালিমা তায়্যিবা'র প্রথম অংশের ব্যাখ্যা ৩৪

৭) প্রকৃত ইলাহ্ সম্পর্কে জাহেলি চিন্তাধারা ৪১

৮) যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের বিরোধিতার কারণ ৪৬

৯) কালিমা তায়্যিবা'র দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা ৫২

১০) যে কালিমা জীবনকে পরিবর্তন করে ৫৮

১১) কালিমা: বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ৬৩

১২) ব্যক্তি জীবনে কালিমা তায়্যিবা'র শিক্ষা ৬৭

১৩) ব্যক্তি জীবনে কালিমা তায়্যিবা'র পরিপূর্ণতা ৭১

১৪) শিরক: কালিমার শত্রু ৭৭

১৫) ভালোবাসার মাঝে শিরক করা ৮২

১৬) ইতিকথা ৮৯

১৭) কালিমা তায়্যিবা'র দাবী ৯৩

কালিমা তায়্যিবা'র শুরুর কথা

আমরা যদি কোনো রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে চাই, তাহলে আমাদের রাজপ্রাসাদের মূল ফটকে যেতে হবে। এখন আমরা যদি মূল ফটকে না গিয়ে ভুল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি বা অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরাঘুরি করি–তবে আমাদের বিপদ সুনিশ্চিত।

রাজ্যের প্রহরীরা আমাদের শত্রু মনে করে আটক করতে পারে। হয়তো দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাগারে বন্দী করেও রাখতে পারে।

তেমনি আমরা শুধু নামে মুসলিম বলে দাবী করলেই হবে না। ইসলামের মূল ফটকে প্রবেশ করতে হবে। ইসলামের মূল ঘোষণাটাও জানতে হবে। সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। বাস্তব জীবনে তা পালন করতে হবে। প্রয়োগ করতে হবে।

কালিমা তায়্যিবাহ্ ইসলামের মূল ঘোষণা। এই কালিমা না পড়ে কোনো মানুষেই ইসলামের মূল সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

আরবী ভাষায় দুটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত এ কালিমা। যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আত্মা। এজন্যই দেখা যায়, কোনো কাফির যখন ইসলামকে গ্রহণ করতে চায়, সর্বপ্রথম তাকে কালিমা পড়তে হয়।

হাদীসেও এসেছে–একজন কাফির যখন হযরত মোহাম্মাদ সা.-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আগে ইসলাম ধর্ম কবুল করব, নাকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে চলে যাব?

আল্লাহর রাসূল সা. তখন বললেন,

> *আগে কালিমা পড়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করো, তারপর জিহাদে শরীক হও।* [১]

আর একজন মুসলিমের ঘরে যখন কোনো সন্তানের জন্ম হয় তখন সর্বপ্রথম তাকে এই কালিমার আওয়াজ কানে শুনানো হয়। মুসলমানদের প্রত্যেক নগরে-শহরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে, দিনে ও রাতে মোট পাঁচবার মুয়াজ্জিন এই কালিমা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে সকল মানব-মানবীকে নামাজের দিকে আহ্বান করতে থাকেন।

আজানের মধ্যে এবং নামাজের মধ্যে এই কালিমা বার বার উচ্চারণ করতে হয়। আর কালিমার গুরুত্ব ও এর মর্যাদার প্রমাণ আল্লাহর পবিত্র কিতাবের পাতায় পাতায় নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

> *তুমি কি লক্ষ করো না! আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে কালিমা তায়্যিবার উপমা দিয়ে থাকেন? কালিমা তায়্যিবাহ্ একটি পবিত্র-বলিষ্ঠ উত্তম বৃক্ষ, যেন এর মূল (মাটির) গভীরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং এর শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। এটি সবসময় তার আল্লাহ-মালিকের অনুমতিক্রমে স্বীয় ফল প্রদান করতে থাকে। এ উপমা (কালিমা তায়্যিবা) আল্লাহ এজন্য দিয়েছেন, যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।* [২]

সত্যিই, ইসলামের জীবনাদর্শে কালিমা তায়্যিবার গুরুত্ব কতখানি–তা উক্ত আয়াত দ্বারাই স্পষ্ট অনুধাবন হয়। এ জন্যই কালিমা তায়্যিবার অর্থ, নামকরণ, এর ইতিহাস ও সারমর্ম জানা প্রত্যেক মানব-মানবীর জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বীজ রোপণ না করলে যেমন উদ্ভিদের জন্ম হয় না, তেমনি এই কালিমা তায়্যিবাকে মানুষের হৃদয়ে শেকড় গাড়তে না পারলে মানুষের জীবনে ইসলামের গাছ কিছুতেই জন্মাতে পারে না।

---

[১] সহীহ বুখারী
[২] সূরা ইবরাহীম: ২৪-২৫

বীজ রোপণ করলে উদ্ভিদের জন্ম হয় এবং সেই উদ্ভিদের কাণ্ড, ডাল-পালা, ফুল ও ফল হয়ে থাকে। তদ্রূপ মুসলমানগণ এই কালিমার অর্থ ভালোভাবে বুঝে-শুনে তা মনেপ্রাণে গ্রহণ না করলে ইসলামের এই নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত আদায় করা, ব্যক্তি জীবনে হালাল-হারাম বেছে চলা এবং ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বিষয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে কাজ করা এবং প্রকৃত মুমিনের গুণাবলি মুসলমানদের জীবনে কিছুতেই পুষ্পিত হতে পারেনা। ছড়িয়ে দিতে পারে না। কাউকে তার সৌন্দর্য দেখাতে পারে না। কাউকে আলোকিতও করতে পারে না।

বীজ যদি খারাপ হয়, তাহলে তা থেকে উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হতে পারে না। যদিও খারাপ বীজ থেকে উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়ে পড়ে, তবে তা শুরুতেই পোকা-মাকড়ের দখলে রয়ে যাবে। যা কোনো উপকারে আসবে না।

একইভাবে মানুষ যদি এই কালিমাকে বুঝে-শুনে কবুল না করে কিংবা এর কোনো ভুল অর্থ প্রয়োগ করে, তাহলে ব্যক্তি জীবনে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে চলা কোনোভাবেই কার্যকর হতে পারে না। কেননা, ইসলাম এমন এক ধর্ম–যেখানে মুসলিমরা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন পালন করলেই হয় না বরং এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিস্তৃত...

সুতরাং ভালোভাবে বুঝে-শুনে ইসলামের সীমানায় আসতে হবে।

আমরা সকলেই কম-বেশি জানি, সবখানেই কিছু না কিছু শর্ত থাকেই। সরকারি প্রতিষ্ঠানই বলুন আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই বলুন, সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মানতেই হবে।

আমরা পৃথিবীতে এসেছি তাতেও আমাদের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে–শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তার দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে তার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করা, হালাল-হারাম বেছে চলা, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা, আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসতে হবে, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা-ত্যাগ করতে হবে, দুনিয়াতে সম্বল সঞ্চয় করার জায়গা তা সব সময় মাথায় রেখে কাজ করা, আখিরাতে সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে তা স্বীকার করা।

মূলত যেখানে শর্ত দেওয়া আছে সেখানেই সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। শর্ত ছাড়া কোনো কিছু নিয়ম মাফিক চলতে পারে না। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পারা সম্ভবও না। এটাই সৌন্দর্য। আপনি নিজের ক্ষেত্রেও তাই করবেন।

ধরুন, আপনি বেতন দিয়ে কাজের লোক রেখেছেন। মাস শেষে কি শুধু বসে বসে বেতন নিয়ে নেবে? কোনো কাজ করবে না? স্বাধীন মত যখন মন চায় কাজ করবে, না মন চাইলে করবে না, আপনি কি তা কোনোভাবে মেনে নিবেন? অবশ্যই না। বরং আপনি কিছু শর্ত দেবেন। হতে পারে সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত, এই এই কাজ গুলো করতে হবে। ঘরমোছা, রান্না-বান্না করা, বাচ্চাকে গোসল করানো ইত্যাদি।

কাজের লোকও আপনার দেওয়া শর্তগুলো জেনেই কাজ করতে রাজী হবে। না-হয় কাজ করবে না। এটাই নিয়ম। এটাই সৌন্দর্য। এর ব্যতিক্রম হলে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ফাটল ধরবে, নিশ্চিত। যেখানে কোনো শর্ত নেই সেখানে সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারে না। তাই, বিশৃঙ্খলার ছোবলে শান্তি ধরা দেবে না কোনোদিন।

ধরে নিন, আপনি কোন মাদরাসায় ভর্তি হতে যাবেন। তবে প্রথমেই আপনাকে সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানতে হবে। যদি আপনি নিয়ম-কানুন না জানেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া আদেশ-নিষেধ কীভাবে মানবেন? যদি না মানেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কি আপনাকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখবে না? অবশ্যই রাখবে। তাই ভর্তি হওয়ার আগেই আপনি জেনে-শুনেই ভর্তি হতে যাবেন।

অথবা আপনি যদি অন্য কাউকে ভর্তি করাতে চান, তবে আপনি তাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনগুলো আগেই জানিয়ে দেবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে, নিয়মিত ড্রেস পরে আসতে হবে, মাথার চুল লম্বা করা যাবে না, নখ লম্বা রাখা যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাকে ভর্তি করাবেন সে যদি প্রতিষ্ঠানের দেওয়া শর্তগুলো মানতে রাজী থাকে তবেই তাকে আপনি ভর্তি করাবেন।

সর্বশেষ কথা হলো, যাকে ভর্তি করাবেন সে কখনো আপনার দেওয়া শর্তগুলো ভাঙ্গার চেষ্টা করবে না। সে যদি আপনার দেওয়া শর্তগুলো না মানে তাহলে কিছুতেই আপনি তাকে ভর্তি করাবেন না।

আপনি যদি আপনার ফলের বাগানে কোনো মালিকে পরিচর্যা করতে দেন, তবে তার সাথেও আপনার প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা আগেই করে নিতে হবে। আপনি যদি নিজেও কারো বাগানে মালি হিসেবে কাজ করতে চান, তবে আপনাকেও বাগানের মালিকের সাথে কথা বলে তার দেওয়া শর্তগুলোও মেনে নিতে হবে।

আর মালিকের দেওয়া শর্তের বিপরীত হলেই আপনাকে বেতন থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারবে।

ঠিক একইভাবে মুসলমানকে সারা জীবনব্যাপী যে আল্লাহর সঙ্গে কারবার করতে হয়, শর্তে রাজী হতে হয়, সম্পর্ক রাখতে হয়। এই কালিমা পড়েই সেই আল্লাহর সঙ্গে সারা জীবনের সমস্ত কাজের বিষয়ে কথাবার্তা আগেই পাকাপাকি করে নিতে হয়। শর্তে কি কি লেখা আছে, তা যদি আপনি না জানেন, না জেনেই আপনি শর্ত মেনে নেন বা পাকাপাকি করে ফেলেন, তাহলে সেই শর্তানুযায়ী আপনি কিছুতেই কাজ করতে পারবেন না। কারণ শর্তে কি কি লেখা ছিলো তা-ই যদি না জানেন, কী স্বীকার করেছেন আর কী অস্বীকার করেছেন, তা না জানলে যেকোনো সময় আপনি সেই শর্তের বিপরীতে চলে যেতে পারেন।

তেমনিভাবে, আপনি কালিমা তায়্যিবাহ্ পড়ে ইসলামের মূল ফটকে প্রবেশ করলেন, নিজেকে মুসলিম ও আল্লাহর গোলাম বলে মনে করলেন, কিন্তু আপনি জানলেন না এই কালিমা পড়ে আপনি কী কী কাজ করবেন বলে স্বীকার করেছেন। আর কী কী কাজ করবেন না বলে অস্বীকার করেছেন। যদি এর বিপরীতে কিছু করেন, তাহলে আপনার কালিমা মুখে উচ্চারণ করার কোনো মূল্যই থাকে না। আপনার এই কালিমা পড়া আল্লাহর কাছে কবুল হতে পারে না এবং আপনি প্রকৃত মুসলমান ও আল্লাহর গোলাম কিছুতেই হতে পারবেন না।

প্রকৃতপক্ষে এই কালিমা সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এ কালিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। এর সত্যতা স্বীকার করেছেন সমস্ত ফেরেশতা এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যকার সকল জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিগণ। এ এক পরম সত্য ও সঠিক ঘোষণা।

সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার অকাট্য প্রতীক। এই কালিমা দ্বারা যা কিছু ঘোষণা করা হয় তাই পরম সত্য ও যথাযথ। প্রকৃত অবস্থার সহিত সর্বপরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কালিমাই ইসলামের মূল ঘোষণা। এ কালিমার সঠিক সারমর্ম না জানলে, প্রকৃত সত্য বলে অন্তর থেকে মেনে না নিলে, মুখে স্পষ্টভাবে এর সত্যতা ঘোষণা না করলে এবং এ কালিমাকে সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে না পারলে কোনো ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে পারে না। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে পারে না।

ঙ. পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা দেখানো:

এই কালিমার প্রতি আন্তরিকভাবে ভালোবাসা দেখানো এবং এর জন্য অন্তরে আনন্দ অনুভব করা।

চ. আনুগত্য মেনে নেওয়া:

কালিমা তায়্যিবার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করা। এর দাবী পূরণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া। যেন সব কাজ দ্বারা আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণিত হয় এবং তার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আর তা করতে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হওয়া। প্রয়োজনে আল্লাহর আদেশ পালনে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ মনে করা।

ছ. প্রত্যাখ্যান করা:

আল্লাহর সাথে বা তিনি যেগুলো আদেশ করেছেন তা মানা এবং এর সাথে যত কাজ-কর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সবকিছু ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করা।

আশাকরি এতক্ষণে আপনারা জানতে পেরেছেন: কালিমা তায়্যিবাহ্ না পড়ে যেমন কেউ ইসলামের মূল ফটকে আসতে পারে না, অনুরুপ এর অর্থ না জেনে-বুঝে এ কালিমাকে শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করেই কেউ খাঁটি মুসলমান হতে পারে না এবং মুসলমানের মতো কাজ করতে পারে না।

আজ এই ফিতনার দুনিয়ায় বেশিরভাগ মুসলিম যে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে না, মুসলিম হয়েও তাঁরা কাফির-মুশরিকদের সাথে ঐক্য গড়ে।

বলাবাহুল্য যে, মুসলমানদের জীবনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই যেন মূল লক্ষ্য হয়, আর আল্লাহর দ্বীন-বিধানের কল্যাণের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেলেই আমাদের জীবন স্বার্থক হবে। ইহকাল ও পরকালে এবং দ্বীনের কল্যাণের জন্য আমরা যদি তাগুতের সাথে ঐক্য হতে চাই ও ঐক্যজোট করি, আমাদের উদ্দেশ্য যেন থাকে–এই ঐক্যতে দ্বীনের উপকার হয়, যদি সে ঐক্যতে দ্বীনের ক্ষতি হয় আর তাগুত শক্তির উপকার হয়, তাহলে আমাদের উচিত নয় কি–এমন ঐক্য না হয়ে অনৈক্যই থাকা?

যেখানে দ্বীনের ক্ষতি হয় সেখানে ব্যক্তিজীবনের সুযোগ-সুবিধাকে প্রধান্য দেওয়া কি গুনাহের কাজ নয়? এসকল ঐক্য তাও তখনই প্রসংশনীয় বা উপকারী যখন এতে দ্বীনের কল্যাণ হবে, আর তখনই এই ঐক্য নিন্দনীয় হবে যখন দ্বীনের ক্ষতি হবে।